সংবাদ

তারিখ 26 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

চৌগাছায় সর. প্রা. বিদ্যালয়ের দফতরি নিয়োগে অর্থ বাণিজ্য!

টাকা দিয়েও চাকরির অনিশ্চয়তায় ২১ যুবক

প্রতিনিধি, চৌগাছা (যশোর)

সরকারি প্রাথমিক স্কুলে দফতরি কামপ্রহরী পদে চাকরি পাওয়ার আশায় লাখ লাখ টাকা দিয়েও অনিশ্চয়তায় ভুগছে যশোরের চৌগাছার ২১ চাকরি প্রার্থী। চার বছর পার হলেও তাদের নিয়োগ বা টাকা ফেরৎ কোনটিই পাচ্ছেন না। চাকরি পাবার আশায় বিভিন্নজনের কাছে ধরনা দিলেও চাকরি বা টাকা ফেরতের ব্যাপারে কোন নিশ্চয়তা না পেয়ে হতাশায় ভুগছেন তারা। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা ও নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালে চৌগাছার ২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম প্রহরী পদে নিয়েগের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। সে সময়ের বাছাই ও নিয়োগ কমিটি '৭ অক্টোবর ২০১৩ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জারীকৃত নীতিমালা' অনুসরণ করে আবেদনকারীদের মধ্যে থেকে বাছাই পূর্বক ২১ জনকে চূড়ান্ত করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে। এই চূড়ান্ত তালিকা নিয়োগের জন্য শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উপজেলা নির্বাহী অফিসারে কাছে পাঠায়।

চূড়ান্ত প্রার্থীরা হলেন, যথাক্রমে খড়িঞ্চা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মতিয়ার রহমান, রায়নগরে মোশারফ হোসেন, বুন্দলীতলাতে আজিজুর রহমান, বেড়গোবিন্দপুরে মাহমুদুল হাসান, বড়খানপুরে সাদ্দাম হোসেন, রাণীয়ালীতে জয়দেব কুমার সরকার, মাশিলায় আলমগীর হোসেন, গয়ড়াতে মুসা হারুন, স্বরূপদাহে মফিজুর রহমান, হাউলীতে সুনিতোষ কুমার বিশ্বাস, শাহাজাদপুরে আবু বক্কার সিদ্দিক, সুখপুকুরিয়াতে ফারুক হোসেন, সৈয়দপুরে উজ্জ্বল মিয়া, যাত্রাপুরে বাদশা মিয়া, জগদীশপুরে আনোয়ার হোসেন, নিউ আড়কান্দিতে সাইফুল ইসলাম ও কাকুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনোয়ার হোসেন, এছাড়া দক্ষিন বল্লভপুর স্কুলে, দেবিপুরে, বাদেখানপুরে এবং পুড়াহুদা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে প্রার্থী চূড়ান্ত হয়। এই ২১ জনের নিয়োগে স্কুল কমিটির সভাপতিদের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রার্থী প্রতি চার থেকে ৭ লক্ষ টাকা করে লেনদেন হয়েছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম মনির তৎকালিন ইউএনও সুষমা সুলতানাকে ধীরে চল নীতি অবলম্বন করতে বলেন। এরই মধ্যে ২৬ জানুয়ারি ২০১৫ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কাজী আখতার হোসেন স্বাক্ষরিত পত্রে নিয়োগ নীতিমালা সংশোধন করে নিয়োগ ও বাছাই কমিটি পরিবর্তন করা হয়। একই সঙ্গে নীতিমালার ৭(২) ধারা পরিবর্তন করা হয়। (যা পূর্বে ছিল 'বাছাই ও নিয়োগ কমিটি বৈধ আবেদনকারীদের ২০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক শারীরিকভাবে যোগ্য ৩ (তিন) জনের একটি প্যানেল প্রস্তুত করে নিয়োগ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করবে।' এটির সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় 'উক্ত তালিকা হইতে মাননীয় সংসদ সদস্য একজনকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিবেন। মাননীয় সংসদ সদস্যের সুপারিশই চূড়ান্ত বলিয়া গন্য হইবে। সুপারিশ প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোনীত প্রার্থীর নাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে পত্রযোগে জানাইয়া দিবেন।' সংযোজন করা হয়)} সংযুক্ত সংসদ সদস্যদের এই নিয়োগ দান ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে নাটোরের এক ব্যক্তি দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগ নীতিমালার ৭(২) ধারা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন (৩৪৫৮/২০১৫) দায়ের করেন। ফলে সারা দেশের ন্যায় চৌগাছায়ও নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়। নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত হওয়ায় ২১ যুবকের চাকুরি নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। তবুও তারা ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিদের আশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকেন।

এরই মধ্যে গত ০৭/০৯/২০১৬ তারিখে হাইকোর্টের রিটপিটিশন নম্বর ৩৪৫৮/২০১৫ মামলার রুল এবসুলেট মর্মে রায় প্রদান করে। আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী ১০ জানুয়ারি ২০১৭ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব নাসরিন জাহান স্বাক্ষরিত এক পত্রে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল না করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে ২০১৫ সালে সংশোধিত দফতরি কামপ্রহরি নিয়োগ নীতিমালার ৭(২) ধারা বাতিল পূর্বক পূর্ববর্তী বিধিবিধান অনুসরন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচলককে নিয়োগদানের নির্দেশনামূলক পত্র দেয়া হয়। ১২ জানুয়ারি ২০১৭ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক (আইন কোষ) ড. মুজিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক পত্রে জেলা শিক্ষা অফিসারদেরকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরন করে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-২ অধিশাখার যুগ্ম সচিব কেএম রুহুল আমীন স্বাক্ষরিত পত্র ও নির্দেশনা মোতাবেক চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৭ আগস্ট পুনরায় আবেদন চেয়ে আগের ২১টি বিদ্যালয়সহ ৪১টি বিদ্যালয়ে দফতরি কাম প্রহরী পদে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেন।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয় সংশ্লিষ্ট সাবেক ও বর্তমান সভাপতি এবং ভুক্তভোগী প্রার্থীদের। তারা জানিয়েছেন, 'আমাদের চাকরি যেন হয় এ জন্য গত ৭ আগস্ট চৌগাছা সদর ইউপি চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলামকে সঙ্গে করে নির্বাহী অফিসারের অফিসে গেলে তিনি (নির্বাহী অফিসার) বিধি অনুযায়ী কিছু করার নেই বলে জানিয়েছেন।' এছাড়া গত ১৫ আগস্ট এমপি মনিরুল ইসলাম দলীয় প্রোগ্রামে চৌগাছাতে আসলে ভুক্তভোগীরা আগের সুপারিশ বহাল রেখে নিজেদের চাকরির জন্য আবেদন নিবেদন করলে তিনি পূর্বে কোন টাকা লেনদেন হলে তা ফেরৎ নিয়ে নিলে বিবেচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন।' এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার বেলায়েত হোসেন জানান 'এই নিয়োগ নিয়ে হেনস্থা হতে হচ্ছে। আমার উপর এ বিষয়ে ব্যাপক চাপও রয়েছে।'

নির্বাহী অফিসার নার্গিস পারভীন বলেন, 'আগের ২১ জনকে নিয়োগের জন্য তালিকায় রেখে অন্য ২০টি স্কুলে দফতরি কাম প্রহরী নিয়োগ দেয়ার সুপারিশসহ কঠিন চাপ অব্যাহত রয়েছে। তবে সকল চাপ উপেক্ষা করে বিধি-বিধান অনুসরণ পূর্বক স্বচ্ছতার ভিত্তিতেই সব নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।' স্থানীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম মনির জানিয়েছেন 'নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কেউ যদি অন্ধকারে লেনদেন করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার দায়দায়িত্ব তাদের।'